দিনাজপুরের বিরামপুরে বিএসএফ সদস্যদের নির্যাতনে ১ জন নিহত এবং অপর ১ জন নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

৫ মার্চ ২০১২ রাত আনুমানিক ৪.৩০টায় ভারত থেকে গরু নিয়ে ফেরার পথে দিনাজপুর জেলার বিরামপুর থানার দক্ষিণ দাউদপুর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যরা বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ীদের ধাওয়া করে। তাঁরা তাঁদের ওপর ছররা গুলি ও ককটেল (হাতবোমা) নিক্ষেপ করে এবং ২জনকে আটকের পর বেয়নেট চার্জ করে এবং রড ও লাঠি দিয়ে পেটায়।

দিনাজপুর জেলার বিরামপুর থানার মুন্সীপাড়া গ্রামের মৃত মফিজ উদ্দিনের ছেলে মোঃ জলিল হোসেন (৪০) নির্যাতন ও ছররা গুলিতে আহত হলে বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। আজ পর্যন্ত তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। দক্ষিণ দাউদপুর গ্রামের মৃত কছির উদ্দিনের ছেলে মোঃ গোলাপ হোসেন (২৪) আহতাবস্থায় বাংলাদেশে আসেন এবং ৯ মার্চ ২০১২ চিকিৎসাধীণ অবস্থায় রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। গোলাপ ও জলিলের সঙ্গী একই গ্রামের ইলিয়াসের ছেলে সুমন (২৫), খিয়ার মাহমুদপুর গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে এরফান আলী (২৬), কসবা-সাগরপুর গ্রামের মৃত সামসুদ্দিনের ছেলে মিরাজুল ইসলাম (৩৪) এবং মোঃ বাহার উদ্দিনের ছেলে নুরুজ্জামান (৩০) বাংলাদেশে ফিরে আসে। যদিও সুমন,এরফান আলী ও নুরুজ্জামান পলাতক থাকায় তাদের সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- নিহত ও আহতের আত্মীয়স্বজন
- গোলাপ ও জলিলের সঙ্গী মিরাজুল ইসলাম
- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ নিহত গোলাপ ও নিখোঁজ জলিল এবং জলিলের জাতীয় পরিচয়পত্র।

রুমি আক্তার (২০), নিহত গোলাপ হোসেনের স্ত্রী, বিরামপুর, দিনাজপুর

রুমি আক্তার অধিকারকে জানান, ৪ মার্চ ২০১২ রাত আনুমানিক ৮.০০টায় গোলাপ বাসা থেকে বের হয়ে যান। ৫ মার্চ ২০১২ ভোর আনুমানিক ৪.৩০টায় রুমি আক্তারের পূর্ব পরিচিত এরফান

আলী ও নুরুজ্জামান নামে দুই লোক গোলাপকে আহত অবস্থায় বাসায় নিয়ে আসেন। এরফান আলী তাঁকে জানান, রাতে সুমন, মিরাজুল, নুরুজ্জামান, জলিল এবং গোলাপ তাঁরা ৬জন মিলে এক সঙ্গে ভারতের দিনাজপুর জেলার হিলি থানার ছাগল ডাঙ্গী গ্রামের এক গরু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে গরু আনতে যান। তাঁরা সেখান থেকে গরু নিয়ে ২৯০/৪০ সীমান্ত পিলারের কাছ দিয়ে বাংলাদেশে ফিরছিলেন। তখন ভারতের দিনাজপুরের হিলি থানার ছাগল ডাঙ্গী এলাকায় গোবিন্দপুর বিএসএফ-২৮ এর বলপাড়া ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের ধাওয়া করে। বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের ওপর ছররা গুলি ও ককটেল নিক্ষেপ করে। এতে গোলাপ এবং জলিল আহত হন। বিএসএফ সদস্যরা আহত অবস্থায় জলিল ও গোলাপকে আটক করে। দুইজনকেই বেয়নেট দিয়ে খোঁচায় এবং রড ও লাঠি দিয়ে পেটায়। এরপর তাঁরা চার জন মিলে আহত গোলাপকে বিএসএফ সদস্যদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনতে সক্ষম হন। কিন্তু বিএসএফ সদস্যরা জলিলকে ধরে রাখে। রুমি আক্তার বলেন যে, তিনি দেখেন গোলাপের মাথার বামপাশে মগজ বেরিয়ে গেছে। শরীরের অন্যান্য স্থানেও আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। গোলাপকে প্রথমে বিরামপুর এর স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ভর্তি করানো হয় এবং এরপর উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। এবং পরে পুলিশের ভয়ে[১] গোলাপের নিরাপত্তার জন্য তাঁকে রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করান। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৯ মার্চ ২০১২ রাত আনুমানিক ৯.৫০টায় গোলাপ মারা যান। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গোলাপ মারা যাওয়ায় দিনাজপুর জেলা পুলিশ প্রশাসন লাশের ময়না তদন্তের কোন নির্দেশ দেয়নি। পরে হাসপাতাল থেকে গোলাপের লাশ বিরামপুর থানার দক্ষিণ দাউদপুর গ্রামে নিয়ে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়।

[১] কোন ব্যক্তি উপযুক্ত কাগজপত্র ছাড়া সীমান্ত অতিক্রম করেছিল এমন কোন খবর পুলিশ বা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর সদস্যদের কাছে পৌঁছালে তারা ঐ ব্যক্তির কাছে চাঁদা দাবী, গ্রেপ্তার কিংবা বিভিন্নভাবে হয়রানি করে থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। বিজিবি এবং পুলিশ সদস্যরা আহত গোলাপকেও গ্রেপ্তারের জন্য খোঁজ করে। যার ফলে গোলাপ এর গ্রেপ্তার এড়ানোর ভয়ে পরিবারের সদস্যরা গোপনে বিভিন্ন হাসপাতালে গোলাপের চিকিৎসা করাচ্ছিলেন।

ছবিঃ ভারতের এই মসজিদ ঘর এর পাশেই বাংলাদেশের সীমান্ত। বাংলাদেশ এবং ভারতের মুসলমানরা এই মসজিদ ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করেন।

মোছাম্মত আজিমা খাতুন (৩৫), নিখোঁজ জলিলের স্ত্রী

মোছাম্মত আজিমা খাতুন জানান, ৪ মার্চ ২০১২ সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.০০টায় তাঁর স্বামী বাজারে যাওয়ার কথা বলে একটি বাইসাইকেল নিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে যায়। ৫ মার্চ ২০১২ সকাল আনুমানিক ৬.০০টায় পূর্ব পরিচিত নুরুজ্জামান এসে তাঁকে জানান, রাতে জলিলের সঙ্গে ভারত থেকে গরু আনার সময় বিএসএফ সদস্যরা জলিলকে ধরে নিয়ে গেছে। তিনি তখন জলিলের ভগ্নিপতি আফিজ উদ্দিনের কাছে যান এবং জলিলকে বিএসএফ সদস্যরা গ্রেপ্তার করেছে বলে জানান। পরে বিএসএফ-বিজিবির পতাকা বৈঠকে বিএসএফ সদস্যরা জলিলকে আটক করেছে বলে স্বীকার করে। কিন্তু তাঁকে ফেরত দেয়নি।

তিনি অধিকারকে আরো জানান, ভারত থেকে প্রকাশিত ৬ মার্চ ২০১২ তারিখে উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকায় হিলি সীমান্তে গোরু সহ ধৃত পাচারকারীচ শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরে বিএসএফের ভীমপুর ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার এর বরাত দিয়ে বলা হয়, রবিবার গভীর রাতে হিলি সীমান্তের উত্তর জামালপুর এলাকা থেকে বিএসএফ সদস্যরা একজন বাংলাদেশীকে গ্রেপ্তার করেছে। যার নাম মহাঃ জলিল ম-ল (৪০)। জলিলের বাড়ী বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার বিরামপুর থানা এলাকায়।

বিএসএফের ২৮ নং ব্যাটেলিয়নের মিঃ গুরিয়া ভারতীয় সংবাপত্র উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানান, জলিলকে আহত অবস্থায় রাতেই হিলি গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য পরে জলিলকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নেয়া হয়। কিন্তু অধ্যাবধি জলিলের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আফিজ উদ্দিন, জলিলের ভগ্নিপতি

আফিজ উদ্দিন অধিকারকে জানান, ৫ মার্চ ২০১২ ভোর আনুমানিক ৪.৩০টায় প্রতিবেশী গোলাপের স্ত্রী রুমি তাকে বলেন যে, বিএসএফ সদস্যরা গোলাপকে নির্যাতন করেছে। তিনি দেখেন, গোলাপের মাথার বামপাশে মগজ বেরিয়ে গেছে। জলিলের স্ত্রী এবং তিনি তখন গোলাপকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করেন। আফিজ উদ্দিন সকাল আনুমানিক ৬.০০টায় বিজিবির ভাইগড় সীমান্ত ফাঁড়ীতে যান এবং বিএসএফ সদস্যরা গোলাপকে নির্যাতন ও জলিলকে ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর বিজিবির সুবেদার আব্দুর রহিমকে জানান। আব্দুর রহিম বিষয়টি ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরে জানান।

৫ মার্চ ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১২.০০টা থেকে ২.০০টা পর্যন্ত ভারতের বিএসএফ এর গোবিন্দপুর ক্যাম্পের ২৮ কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার এসআর মুকুল এবং ৪০বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তায়েফ উল হক এর মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা বৈঠকে বিএসএফ সদস্যরা জানান, জলিলকে তারা আটক করে হিলি থানায় সোর্পদ করেছে এবং জলিল

হিলি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। বিজিবির সদস্যরা জলিলকে দেখতে চাইলে বিএসএফ সদস্যরা তা দেখাতে রাজি হয়নি।

আফিজ উদ্দিন অধিকারকে বলেন, তাঁর উঠান সংলগ্ন সীমান্তের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার জামালপুর গ্রামের অনিল প্রধানকে তাঁর বাসায় ডেকে আনেন। (উল্লেখ্য যে, আফিজ উদ্দিনের বাড়ী বাংলাদেশের ভেতরে এবং অনিল প্রধানের বাড়ী ভারতের ভেতরে। তাঁদের দুজনের বাড়ীর উঠানের মাঝখানে সীমান্ত হওয়ায় উভয় পরিবারের সদস্যরাই হরদম বাংলাদেশ ও ভারতে আসা যাওয়া করতে পারেন)। তিনি অনিল প্রধানকে বলেন, যেহেতু আফিজ উদ্দিনের পাসপোর্ট এবং ভিসা নেই, আর অনিল প্রধান ভারতের বাসিন্দা, তাই জলিলের ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার জন্য তিনি অনিল প্রধানকে হিলি হাসপাতালে যেতে অনুরোধ করেন।

৫ মার্চ ২০১২ বিকাল আনুমানিক ৫.০০টায় অনিল প্রধান তাঁর কাছে এসে জানান যে, অনিল প্রধান হিলি হাসপাতালে গিয়েছিলেন এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানান যে, জলিল নামে একজন বাংলাদেশী রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁরা বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। তিনি সেখানে গেলে বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অনিল প্রধানকে বলেন, জলিল নামে একজন রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি হাসপাতালে তাঁরা রেফার করেছেন। পরে অনিল প্রধান শিলিগুড়ি হাসপাতালে যেয়েও জলিলকে না পেয়ে ফেরত আসেন।

আফিজ উদ্দিন আরো জানান, অবশেষে তিনি বিজিবির কাছে জলিলকে না পাওয়ার খবর জানান। জলিলকে ফেরত দেয়ার জন্য ৬ মার্চ ২০১২ বিজিবি থেকে বিএসএফকে চিঠি পাঠালেও এ পর্যন্ত কোন জবাব আসেনি।

ছবিঃ ভারতের অনিল প্রধান ও বাংলাদেশের আফিজ উদ্দিনের বাড়ীর উঠানের মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্ত।

যার নাম নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশ করা হলো না। এরফান আলীর প্রতিবেশী, খিয়ার মাহমুদপুর গ্রাম, বিরামপুর থানা, দিনাজপুর

এরফান আলীর এক প্রতিবেশী অধিকারকে জানান, ৫ মার্চ ২০১২ দক্ষিণ দাউদপুর সীমান্তে বিএসএফের নির্যাতনে গোলাপের মৃত্যু এবং জলিলকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে এরফান আলী পুলিশি গ্রেপ্তার এড়াতে বাড়ীর গেটে তালা বন্ধ করে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি আরো জানান, সীমান্তে বসবাস কারী প্রত্যেক বাড়ীর যুবকদের নামের তালিকা করে বিজিবির সদস্যরা স্থানীয় থানার কাছে হস্তান্তর করেছে। ফলে থানার পুলিশ সদস্যরা স্থানীয় সীমান্তবর্তী গ্রামে প্রায় প্রতি রাতে আসে এবং চাঁদা দাবী করে, কেউ চাঁদা দিতে ব্যর্থ হলে তাকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করে।

মিরাজুল ইসলাম (৩৪), গোলাপ ও জলিলের সঙ্গী, কসবা-সাগরপুর, বিরামপুর থানা, দিনাজপুর

মিরাজুল ইসলাম জানান[২] , ৫ মার্চ ২০১২ দক্ষিণ দাউদপুর সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক গোলাপ হোসেনকে নির্যাতন ও জলিলকে ধরে নেয়ার পর ঘটনার পর থেকে বিজিবি ও পুলিশ সদস্যরা দফায় দফায় তাঁর বাড়ীতে এসে তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে। পুলিশের ভয়ে তিনিসহ পরিবারের সদস্যরা সবাই বাড়ীতে তালা লাগিয়ে পালিয়ে আছেন।

[২] মিরাজুল পলাতক থাকায় অধিকার এর তথ্যানুসন্ধানী দল গোপনে তার সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং কথা বলেন।

(অধিকার-এর তথ্যানুসন্ধানী দল নুরুজ্জামানের (৩০) বাড়ী গিয়েও ঘরে তালা বদ্ধ দেখতে পান।)

মোঃ নাসির উদ্দিন, অফিসার ইনর্চাজ, বিরামপুর থানা, দিনাজপুর

মোঃ নাসির উদ্দিন অধিকারকে জানান, তিনি সোর্সের মাধ্যমে শুনেছেন যে ৫ মার্চ ২০১২ দাউদপুর সীমান্ত থেকে বিএসএফ সদস্যরা জলিল নামে একজনকে ধরে নিয়ে গেছে ও তাদের নির্যাতনে গোলাপ নামে একজন মারা যায়। তিনি আরো বলেন, কোন বাংলাদেশী সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক নির্যাতিত হলে থানা পুলিশকে জানান না বরং পালিয়ে থাকেন।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল তায়েফ উল হক, অধিনায়ক, ৪০ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর

লেফটেন্যান্ট কর্নেল তায়েফ উল হক জানান, ৫ মার্চ ২০১২ ভাইগড় সীমান্ত ফাড়ী থেকে বাংলাদেশীদের নির্যাতনের খবর তাঁকে জানানো হলে তিনি বিএসএফ সদস্যদের কাছে চিঠি পাঠান। পরে বিএসএফের ২৮ ব্যাটালিয়নের গোবিন্দপুর ক্যাম্পের ২৮ বিএসএফ কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার এসআর মুকুল পতাকা বৈঠক করতে রাজি হন। তিনি দক্ষিণ দাউদপুর সীমান্তের ২৮৯/৪৬ পিলারের কাছে ভারতের অভ্যান্তরে গোবিন্দপুর গ্রামে ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার এসআর মুকুল এর সঙ্গে পতাকা বৈঠক করেন। পতাকা বৈঠকে বিএসএফ সদস্য তাঁকে জানান, সীমান্তে কোন বাংলাদেশীকে তারা হত্যা করেনি।

অধিকার এর বক্তব্যঃ

অধিকার বিএসএফ সদস্যদের গুলিতে গোলাপ হোসেন নিহত এবং জলিলকে ধরে নিয়ে গুম করার ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। এছাড়া বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের নির্যাতন, হত্যা এবং গুম করার ব্যাপারে তদন্তের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-